দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 01 MAR 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম 3 ...

3

শিক্ষক কল্যাণ তহবিল ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

শামসুল কবির খোকন

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ১৯৮৭ হতে সরকার চার কোটি টাকা ব্যয়ে একটি কল্যাণ তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ৩ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে ঢাকা শহরের বেসরকারী স্কুল ও কলেজ প্রধানদের এক সমাবেশে শিক্ষামন্ত্রী উপরোক্ত তথ্য প্রকাশ করে বলেছেন, শিক্ষকদের বেতন খাতের সরকারী অনুদান ৩ শতকরা ৬০ ভাগ থেকে শতকরা ৭০ ভাগ বাড়িয়ে এ বছর এপ্রিল হতে প্রতিমাসে পরিশোধের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

বিলম্বে হলেও সরকার কর্তৃক গৃহীত এ পদক্ষেপকে মোবারকবাদ না জানিয়ে পারা যায় না। কারণ, জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গঠন করতে হলে মানুষ গড়ার কারিগররূপে স্বীকৃত শিক্ষক সমাজকে যেমন আর্থিক নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে তেমনি সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজিত বৈষম্য দূর করে শিক্ষার ক্ষেত্রকে আরো প্রসারিত করতে হবে।

সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মচারীরাও যেমন মানুষের মত বাঁচার গ্যারান্টি পাচ্ছে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মচারীরাও তেমনি সুবিধা পাওয়ার দাবীদার। আর এ ব্যাপারে সরকার যত বেশী আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে আসবেন শিক্ষকরাও ততোধিক মনোযোগ সহকারে শিক্ষার্থীদের মানসপটে সুশিক্ষার সুষমা ছড়াতে উদ্যোগী না হয়ে পারবেন না।

শুধু শিক্ষকদের স্বার্থেই নয়, বরং দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও জাতীয় উন্নতি ত্বরান্বিত করতেই শিক্ষকদের ন্যায্য

জাতির ভবিষ্যত বংশধরদের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে শিক্ষক সমাজকে যেমন আর্থিক নিশ্চয়তা দান করতে হবে তেমনি সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিরাজমান বৈষম্য দূর করে শিক্ষার ক্ষেত্রকে আরো প্রসারিত করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষক-কর্মচারীরা একই রকম সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার দাবীদার। এ ব্যাপারে সরকারী উদ্যোগ শিক্ষক-কর্মচারীদের অধিকতর উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত করবে।

অধিকারের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান বাঞ্ছনীয়। কারণ, অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার কম হওয়ায় বিপুল জনশক্তিই অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থেকে জীবনের সঠিক ব্যবহারে সমান হচ্ছে না।

অন্যদিকে বিভিন্নমুখী চিন্তার উন্মেষে তাদের অবদান থেকেও জাতি বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। আর এদেরকে শিক্ষিত করার দায়িত্ব মূলতঃ পালন করছেন শিক্ষকরাই।

তাছাড়া বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন কোনটি শিক্ষকদের বেতনও মাসের পর মাস বাকী থাকার সংবাদ পাওয়া যায়। যার ফলে নিরুপায় হয়েই শিক্ষকদের টিউশনী, কোচিং ইত্যাদির মাধ্যমে রুজি সংগ্রহের চিন্তা করতে হচ্ছে। নতুবা ঋণ করে জমি থাকলে তা চাষে মন দিতে হচ্ছে অথবা খুঁটি-নাটি ব্যবসার দিকে মনোনিবেশ করতে হচ্ছে।

ফলে, শিক্ষাঙ্গনের দায়িত্ব পালন যেমন চরমভাবে ব্যাহত হয় তেমনি শিক্ষার্থীরাও ঠিকমত ক্লাস না হওয়ার জন্য ঘুরেফিরে দুষ্টমতি বনে যাওয়ার সুযোগ লাভ করে।

প্রসঙ্গতঃ অতীতের শিক্ষক আন্দোলনগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ প্রয়োজন। ক্লাস বন্ধ করার মত সিদ্ধান্ত এমনকি এসএসসি পরীক্ষা গ্রহণ না করার চরম সিদ্ধান্তও দাবী আদায়ের লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়েছিল। যদিও এমনি সিদ্ধান্ত জাতি গ্রহণ করেনি শেষ পর্যন্ত।

বেসরকারী শিক্ষক নামক মানুষদের প্রতি ঔদাসিন্য থেকেই যে এমনি অবস্থার সূচনা হয়েছিলো তা বলাই বাহুল্য। তাই বেসরকারী শিক্ষকদের প্রতি সরকারী সুদৃষ্টি থাকা জাতির জন্যই মঙ্গলজনক।

আর অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেহেতু বেসরকারী সেজন্য নির্বিঘ্ন শিক্ষার লক্ষ্যে এমনি পদক্ষেপ অবশ্যই গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাছাড়া পত্রিকান্তরে দেখেছিলাম, ঢাকার একটি স্কুলের জনৈক শিক্ষকের কিডনী নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বিভিন্ন সংস্থা তাঁর চিকিৎসার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করছে। শিক্ষকদের কঠিন রোগের চিকিৎসার জন্য সরকার কর্তৃক চিকিৎসার সুবিধা প্রদান করাও অত্যন্ত জরুরী।

শিক্ষকরা মানুষের অজ্ঞানতা রোগের চিকিৎসা করে যাবে আজীবন অথচ তাঁদের নিজেদের কঠিন রোগে মৃত্যুবরণ করতে হবে বা চাঁদা তুলতে হবে—এমনটিও জাতির জন্য দুঃখজনক। 'শিক্ষক কল্যাণ তহবিল' শিক্ষকদের মর্যাদাবান নাগরিক হিসেবে বাঁচার সুযোগ দিক এবং ভবিষ্যতে চিকিৎসা সংক্রান্ত সুবিধা ও প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যার ক্ষেত্রে সরকারের যথার্থ সিদ্ধান্ত গৃহীত হোক—এটাই আন্তরিকভাবে কামনা।